টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

চাষীভাইদের প্রকৃত বন্ধু

বারিধারা-মেনন পাম্প সেট

মোট মূল্য টাঃ ৩৫৫৯·২৬

স্থাঃ অফিস—২৬/৩/এ, শহীদ সূর্য্য সেন রোড

গোরাবাজার ॥ বহরমপুর

বিশেষ আকর্ষণ

জঙ্গীপুর ও সাগরদীঘিতে কোম্পানীর মেশিন

মেরামত করিবার নিজস্ব মিস্ত্রী থাকিবে।

৫৯শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

এবারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্ভিক্ষের চিত্র

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই অক্টোবর—এই শহরে সম্প্রতি কয়েকটি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখা গিয়েছে। ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা খাবারের পাতা কুড়িয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে মানুষ। আবার কখনও বা মানুষে কুকুরে ঐ পাতা নিয়ে কাড়াকাড়িও চলেছে। এই দৃশ্যে অদূর ভবিষ্যতে গ্রামবাংলায় দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি ?

ভিখারীটিকে ঐভাবে পাতা চাটতে দেখে স্থানীয় একজন মন্তব্য করলেন, "কি করবে বলুন ? ভিক্ষে চাইলে এক মুঠি খাবার কেউ দিতে পারছে না। আর পাবেই বা কোথায় ? এবারের খরায় ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আবার বেশীর ভাগ জায়গায় মোটেই হয়নি। লোকের হাতে পয়সা নেই, মাঠে ফসল নেই। জানিনা, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি।"

মানুষ নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যৎকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিয়েছে। সাগরদীঘি, নবগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ, সুতী প্রভৃতি থানার গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের দুর্গতি অবর্ণনীয়। কাজ নেই, রোজগার নেই। জি, আর এর গমে পরিবারের সকলের কুলোবে না ভেবে ভেজে অথবা সেদ্ধ করে অল্প অল্প করে সবাই খাচ্ছে। আটা কিনে রুটি ভাজলে সকলের ভাগে জুটবে না ভেবে গুলে খাচ্ছে। কিন্তু এভাবে গ্রামবাংলার অসহায় মানুষগুলোর জীবনীশক্তি কতদিন টিকে থাকবে ? অথচ খরা না হলে এরাই তো কঠোর পরিশ্রম করে মাঠে ফসল ফলাতো—দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করতো।

কেবলমাত্র খয়রাতি সাহায্য দিলেই হবে না। নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে গ্রামবাংলার মানুষদের বাঁচাতে হলে উপরিউক্ত থানাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বিহারের খরা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে বলেছেন ঃ 'দুর্ভিক্ষ ঘোষণা নয়, চাই ত্রাণ।' সেই ত্রাণকার্য যাতে ব্যাপক এবং যথেষ্ট হয় সে ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে করুন। বিহার শুধু নয়, পশ্চিমবাংলাও কেন্দ্রের নজরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রধান মন্ত্রী বিহারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন। পশ্চিমবাংলা কোন্ অপরাধ করল যে, এখানকার ধানের ফসল কী মার খেয়েছে এবং চাষী ও সাধারণ মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা কোন্ স্তরে এসে পৌঁচেছে তা দেখবার মত একটুও সময় তাঁর হল না ?

জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ্জ

১ জন মিলিটারীসহ ৭ জন আহত

সাগরদীঘি, ২৩শে অক্টোবর—গতকাল সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় ৩৪নং জাতীয় সড়কের বেলথরিয়া মোড়ে একটি চায়ের দোকানে ফরাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীগণেশ চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ একদল জনতার উপর লাঠিচার্জ্জ করেন। ফলে ১ জন মিলিটারীসহ ৭ জন অল্পবিস্তর আহত হন।

প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার ঐ মোড়ে একদল লোক রোজা ভেঙ্গে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ একটি দোকানে বসে চা ইত্যাদি খাচ্ছিলেন। সেই সময় ফরাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীচ্যাটার্জ্জী বহরমপুর থেকে কনফারেন্স সেরে একদল পুলিশের সঙ্গে জীপে করে ফরাক্কা যাওয়ার পথে হঠাৎ এখানে নেমে দোকানে গিয়ে ঐ জনতার উপর লাঠিচার্জ্জ শুরু করে দেন। লাঠিচার্জ্জের সময় লোহার রডও জনতার উপর চালানো হয়। ফলে চা-পানরত একজন মিলিটারী, দোকানদার এবং অপর পাঁচজন জখম হন। আহত ব্যক্তিরা হলেন— ১) সফেজ সেখ (মিলিটারী), (২) মুস্তাকিম সেখ, (৩) সফুর সেখ, (৪) ভুখু সেখ, (৫) বেনু সেখ, (৬) আল্লারাখা এবং অপর একজন বালক। সকলকে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়েছে এবং থানায় শ্রীচ্যাটার্জ্জীর বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীচ্যাটার্জ্জী এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁকে ফরাক্কায় বদলি করা হয়। আহত মিলিটারী সফেজ সেখ সম্প্রতি ছুটি নিয়ে বেলথরিয়ায় তাঁর নিজের বাড়ীতে এসেছেন। লাঠিচার্জ্জের কারণ জানতে পারা যায় নি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ চক্ষুষ্মানদের কী কপাল ! ॥

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শেষ হইয়াছে। অগণিত মানুষ আপন আপন শক্তি সামর্থ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ সহ্য করিয়াও পূজার আ·ন্দ করিয়াছেন। উৎসবের দীপ নিভিয়া গিয়াছে; মণ্ডপগুলির সাজসজ্জা ক্রমে ক্রমে সরাইয়া ফেলা হইতেছে। দু-পয়সাওয়ালারা প্রমোদভ্রমণ সারিয়া স্বস্থানে স্থিত হইতেছেন। পূজার মরশুমে যাঁহাদিগকে গণেশ অর্থ ও কাম—দ্বিবর্গ ফলের দাক্ষিণ্যে ভরিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত বলা ভুল, সরকারী রক্তচক্ষুকে 'থোড়াই' কেয়ার করিয়া তাঁহারা আপন আপন পণ্যের অভ্রভেদী মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা নিজেদের মেদবহুল উদরের আরও পুষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর বলিতেছেন, 'হুঁশিয়ারী সে ক্যা ফায়দা? আপনা মাঙ্গ্ তো পুরা করনা চাহিয়ে'।

সেইজন্য সরিষার তেল সাধারণ ক্রেতা সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পান নাই, পাইতেছেনও না। চিনির দাম কমাইতে পারা গেল না। ডাল এমন মূল্যমানে উঠিয়াছে যে, আহারকালে ঘোলাজল ঘাঁটিয়া ডালের দানা খুঁজিতে হিমশিম খাইতে হয় এবং জল খাইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে হয়। এমন রাজত্বে স্বর্গসুখ! সত্যই তো, নেতারা বলেন, দেশকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইতে হইলে অবশ্যই ত্যাগস্বীকার ও কষ্টবরণ করিতে হইবে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে অগ্নিপরীক্ষা চলিয়াছে, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

রুশবিপ্লবের পর ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রুশজনগণ সকলপ্রকারের দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছিলেন নূতন দেশ, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র ও নূতন জাতিগঠনের জন্য। ইহার জন্য মৃত্যুবরণ করিতেও হইয়াছিল। কিন্তু মাত্র তের বৎসরের ব্যবধানে সেই জারতন্ত্রের বৈপ্লবিক অবসানের পর রুশ জনগণ সমৃদ্ধির সন্ধান পাইয়াছিলেন। অথচ এই দেশ পঁচিশ বছরেও সমস্যা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহার প্রধান কারণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা। বক্তৃতার মালা গাঁথিয়া, টন টন পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবকে সজ্জিত হইয়া রঙীন স্বপ্ন দেখা যায়, কর্মী হওয়া যায় না। দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে এক 'মওকা' মনে করিয়া যে দেশের এক শ্রেণীর মানুষ নির্বিচার অন্যায় ও দুর্নীতি করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মূলোচ্ছেদ বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা কি হইয়াছে? পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সরকার হাত মিলাইয়া চলিলে স্বার্থগৃধ্নুদের হাতে এক খেয়ালের সামগ্রী হইয়া পড়িতে হয়, তাহার বড় প্রমাণ এখন মিলিতেছে। এ দেশের মানুষ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, বহু দুঃখ বরণ করিয়াছেন সুদিনের আশায়। কিন্তু সেদিন আগত ঐ নেতারা বলিলেও সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারে নাই।

এক চিকিৎসক রোগীর রোগ লক্ষণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। রোগী কিছু কিছু লক্ষণ সম্পর্কে বলে যে, সেগুলি হয় না। তদুত্তরে চিকিৎসক বলিলেন, 'অয়, অয়; জানতি পার না'। আমরাও তাই। আমরা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের কানে বলিয়া দেওয়া হয় কত সুখসমৃদ্ধির কথা যাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। হইতে পারে, গদীতে বসিলে চোখের দৃষ্টি অন্য রকম হয়।

এই রাজ্যের সরকারী কর্তারা জেলায় জেলায় দীর্ঘ সফর-বৈঠক করিয়া ফলাও আকারে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিদারুণ পরিশ্রমেও তাবৎ মন্ত্রিবর্গ হাসিমুখে জনসেবা করিয়া চলিয়াছেন। কিছু কিছু অফিসারের দুর্নীতি দেখাইয়া তাঁহাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর ভাগ্যে আছে কি? লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে মন্ত্রিসভার জেলাওয়ারি সফরে। তাহাতে সাধারণ মানুষের কি উপকার হইল? খরা গেল, উপযুক্ত মোকাবিলা হইয়াছে? চাষ-আবাদ এবারে সব বাদ। ধান শুষ্ক হইয়া মাঠে মৃত্যুর প্রহর গণিতেছে। রবিশস্য চাষের সম্ভাবনা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে বৃষ্টির অভাবে। ১৯৭৩ সাল আসিতেছে এক বিভীষিকার মূর্তি লইয়া। ঘরে ঘরে বেকার যুবকের জন্য হাজার হাজার পরিবার অশান্তির আগুনে পুড়িতেছে। কর্মসংস্থানের কোন উদ্যোগই নাই। তবুও প্রচার হইতেছে এই রাজ্যের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিন দরজার গোড়ায়। অতএব দেখিবার দৃষ্টি যাহাদের আছে তাহারাই দেখুক—বাইবেলের এই মহাবাক্য মনে করিয়া রাজ্যবাসী এখন বলুন চক্ষুষ্মানদের কী কপাল!

টেষ্ট রিলিফ প্রকল্পের ৩,০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

সাগরদাঘি, ১৮ই অক্টোবর—সম্প্রতি এই থানার ৩নং বারালা অঞ্চলের ৪নং গ্রামসভার জনসাধারণ একটি টেষ্ট-রিলিফ স্কীমে পে-মাষ্টার, মোহরার এবং সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে ৩,০০০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ মাননীয় জেলা-শাসক এবং সাগরদীঘি উন্নয়ন সংস্থাধিকারিককে (রেজিষ্ট্রীকৃত পত্রের নং—৯৭, তাং ২০।৯।৭২) জানিয়েছেন।

প্রকাশ, সাহাপুর থেকে বারালা পর্যন্ত ২ কি, মি রাস্তায় মাটি ফেলার জন্য নগদে এবং গমে ৪১৩৯·৫২ পয়সা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু পে-মাষ্টার মহঃ নুরজাহান সেখ, মোহরার আবদুল হালিম সেখ, এবং সুপারভাইজার শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য্য মাত্র ১,০০০ টাকার কাজ করান এবং বাকী টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। তাঁরা ৩৬ জন কুলীর কাছ থেকে আরও কাজের লোভ দেখিয়ে ৫/৬ বার টিপসহি নেন। ঐ কুলীরা লিখিতভাবে এর প্রতিকারের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করেছে।

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সাথে শহরের ফোন যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হ'লো

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সাথে শহরের ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় জঙ্গিপুর সংবাদের গত ৯ই আগষ্টের সংখ্যায় আমরা যে অনুযোগ করি তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮।১০।৭২ হ'তে পুনরায় শহরের সাথে ষ্টেশনের ফোন যোগাযোগ চালু হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ১০ জন চোরাকারবারী গ্রেপ্তার ১৪ হাজার টাকার মাল ও ১টি নৌকা আটক

নিমতিতা—সম্প্রতি পুলিশীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ অরঙ্গাবাদ বাজারের সম্মুখস্থ পদ্মা-বক্ষে বর্ডার ইন্সপেক্টর মনবাহাদুর নেয়ার যখন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে রাত্রি ১২টায় নৌকা-যোগে টহল দিচ্ছিলেন, তখন মালভর্ত্তি ১টি নৌকাকে বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখতে পান। পুলিশবাহিনী তখন আত্মগোপন করার জন্য নৌকার মধ্যে ঢুকে যান। তারপর চোরা-কারবারীদের নৌকার সম্মুখীন হলে তাঁরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। বেগতিক দেখে চোরাকারবারীরা আত্মসমর্পন করে। তল্লাসী চালিয়ে সুতা, কাপড়, মিছরী, পেরেক ইত্যাদি মাল সীমান্তবাহিনী আটক করেন। অরঙ্গাবাদ কাষ্টমস অফিসে সেই সব জমা দেওয়া হয়েছে। চোরাকারবারীদেরকে জঙ্গিপুরে চালান দেওয়া হয়। মোট মালের নৌকাসমেত মূল্য আনুমানিক ১৪ হাজার টাকা। ধৃত চোরা-কারবারীরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানার অধিবাসী।

চুরি

গত ১৭ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর রাত্রিতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার এজেন্ট শ্রীবলরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসার তালা ভাঙ্গিয়া চোরে মূল্যবান রেডিও, কাপড়চোপড়, মশারী ও তাঁহার পুত্রের সেভিংস্ বক্সটী লইয়া গিয়াছে। তিনি পূজাবকাশে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।

ঐ রাত্রিতে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অফিসের অর্ডারলি পিয়ন শ্রীগোপালচন্দ্র পাইটীর ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে আনুমানিক ছয় ভরি সোনার গহনা ও ৪৫০ টাকা লইয়া গিয়াছে।

জীবনাবসান

গত ০৬ই অক্টোবর বৈকাল ৫-৩০ ঘটিকায় বালিঘাটার কাজী আবদুল কাদের সাহেবের ৯০ বৎসর বয়সে জীবনাবসান হইয়াছে। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। সর্পদংশনের চিকিৎসায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মর্ত্তবাসীর প্রতি মা দুর্গা

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

থাকবো বলে গিয়েছিলাম, থাকতে পারলাম কৈ !
জি. আর খেয়ে বাঁচিস তোরা, তবু আনন্দে হৈ চৈ !
নিজেরা খাস পচা আতপ, আমার বেলায় খাসা,
চাঁদা করে মণ্ডা, মিঠাই ! এ কেমন ভালবাসা।
ভেজাল তোদের সব কিছুতে, দুধে শুধুই জল !
কার্ত্তিক আমার কোলের ছেলে কি খাবে তাই বল ?
গণেশ আমার পেটুক ছেলে ভাল-মন্দ খায়।
তোরা খাস হায় কচু সেদ্ধ ! খরাতে সব যায় !
বাহন ইঁদুর না খেয়ে আজ মরছে ধুঁকে ধুঁকে,
গণেশটা তাই পালিয়ে এলো থ'কবে বলে সুখে।
অলক্ষ্মীতেই তোদের দেশ আজকে ভরে আছে,
লক্ষ্মী আমার সেথায় গিয়ে কি করে আজ বাঁচে ?
সরস্বতীর প্রয়োজনটা তোদের কিছুই নাই,—
টুকেই তোরা করছিস পাশ। বাণীর কোথায় ঠাঁই ?
সিংহাসুরে করছে দলন তোদের দেশে আজ,
আমার সিংহ, অসুর সেথা পেল ভীষণ লাজ।
(তাই) সবাই মিলে চলে এলাম অনেক দুঃখ পেয়ে।
আবার যাব তোদের কাছে ; আমি যে তোদের মেয়ে।

জলে ডুবে ২ জনের মৃত্যু

জিয়াগঞ্জ, ২১শে অক্টোবর—গতকাল দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ আজিমগঞ্জ শিবতলা ঘাটের কাছে গঙ্গায় সাঁতার কাটার সময় শ্রীমতী নীলা দাস (১৮) এবং কুমারী অনীতা দাস (১৪) ডুবে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

হাসপাতাল থেকে শিশু উধাও !

রামপুরহাট, ২৩শে অক্টোবর—আজ রামপুরহাট নূতন হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত একটি শিশুর রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটে। কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা প্রসূতির পাশ থেকে কুকুর অথবা শৃগাল শিশুটিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু জনসাধারণের প্রশ্ন হচ্ছে কর্ত্তৃপক্ষ কি জেগে ঘুমান ? সকলের চোখের সামনে কুকুরের পক্ষে একটি শিশুকে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ? এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত শিশুটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক ১৪৪ ধারা বলে এক নির্দ্দেশ জারী করিয়া মুর্শিদাবাদ ও বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায় আট কিলোমিটারের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ঔষধপত্র ও হাঁস-মুরগী, গো-মহিষাদিসহ সকল প্রকার যানবাহন যথা টেম্পো, মোটরগাড়ী, ট্রাক, লরী, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, মাথামুটে ইত্যাদির চলাচল ২১শে অক্টোবর, ১৯৭২ সন্ধ্যা আট ঘটিকা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

কেবলমাত্র জেলা-শাসক, অতিরিক্ত জেলা-শাসক এবং মহকুমা-শাসকের নিকট হইতে লিখিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, মাছ ধরিবার সরঞ্জামসহ ধীবরগণ, শিলিগুড়ি-কলিকাতা ৩৪নং জাতীয় সড়ক এবং জঙ্গীপুর-বহরমপুর সড়ক এই আদেশের আওতাভুক্ত হইবে না।

পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে। (সংবাদ)

বাহাগলপুর রেডক্রশ সমিতির সদস্যরা গ্রেপ্তার

বাহাগলপুর, ২০শে অক্টোবর—গত ১৩ই অক্টোবর সুতী থানার একজন এ, এস, আই-এর প্রতিনিধিত্বে কয়েকজন পুলিশ বাহাগলপুর গ্রাম হতে অন্যায়ভাবে পাঁচজন রেডক্রশ সমিতির সভ্যকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। এদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদে পরের দিন প্রায় দু'শো লোকের এক মিছিল সুতী থানায় যায়। পথে সুতী ব্লক কংগ্রেস কার্য্যালয়ে অবস্থান করে। পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের মধ্যে সেখ শোভান ও আরও চারজন আছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের এক প্রতিনিধিদল আজ জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীভরতরাজ বাজাজ মহাশয়ের সাথে দেখা করেন এবং মহকুমা শাসক এ বিষয়ে তদন্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিড়ি শ্রমিক

নিমতিতা, ২০শে অক্টোবর—গত ১-৯-৭২ তারিখে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক ভুখা মিছিল জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে এসে উপস্থিত হয়। মহকুমা শাসক মহাশয় নিমতিতা অঞ্চলের জন্য কিছু বেশী জি, আর ও ব্যাপক টি, আর এর প্রতিশ্রুতি দেন। এ ব্যাপারে সরকারী তদন্তও করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হল না। দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই সব অসহায় পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করে মহকুমা শাসক মহাশয় অতি শীঘ্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর সদর হাসপাতাল ময়দানে স্থানীয় যুবকদের সহযোগিতায় বংশবাটী ও হিলোড়া গ্রামের যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক কবিগুরুর 'ফেরিওয়ালা' নাটকখানি অভিনীত হয়।

ঐ দিন রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকন্দরা গ্রামের বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও পরে নাটক 'রক্তধারা' অভিনীত হয়।

নূতন পোষ্ট অফিস

গত ২৩শে অক্টোবর তারিখ রঘুনাথগঞ্জ থানার রাজানগর গ্রামে একটি পোষ্ট অফিস খোলা হয়েছে।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭২

২ মনি/৭২ ডিঃ রাসেলা খাতুন দেঃ আনেস মহম্মদ সেখ দিং দাবি ৩২২৪.৫০ থানা সাগরদীঘি মৌজে চাঁদপাড়া ১-২৪ শতকের কাত ৬।৵৬ তন্মধ্যে ৫৬ শতক হারাহারি কাত ২-৯৭ আঃ ১০০০৲ খং ১১২ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে দোগাছি ৮৩ শতকের কাত ১।/০ তন্মধ্যে ৩৮ শতক হারাহারি কাত ৫৯ পয়সা আঃ ৬০০৲ খং নং ১৩০

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

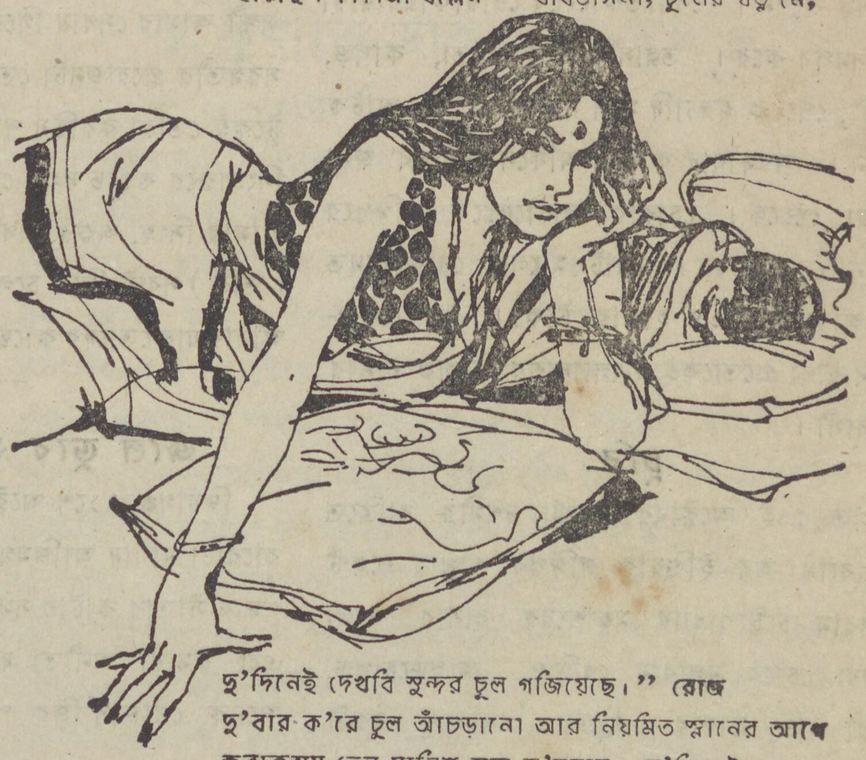

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।